বোধন

ISSN-2394-6121

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

দ্বাদশ বর্ষ

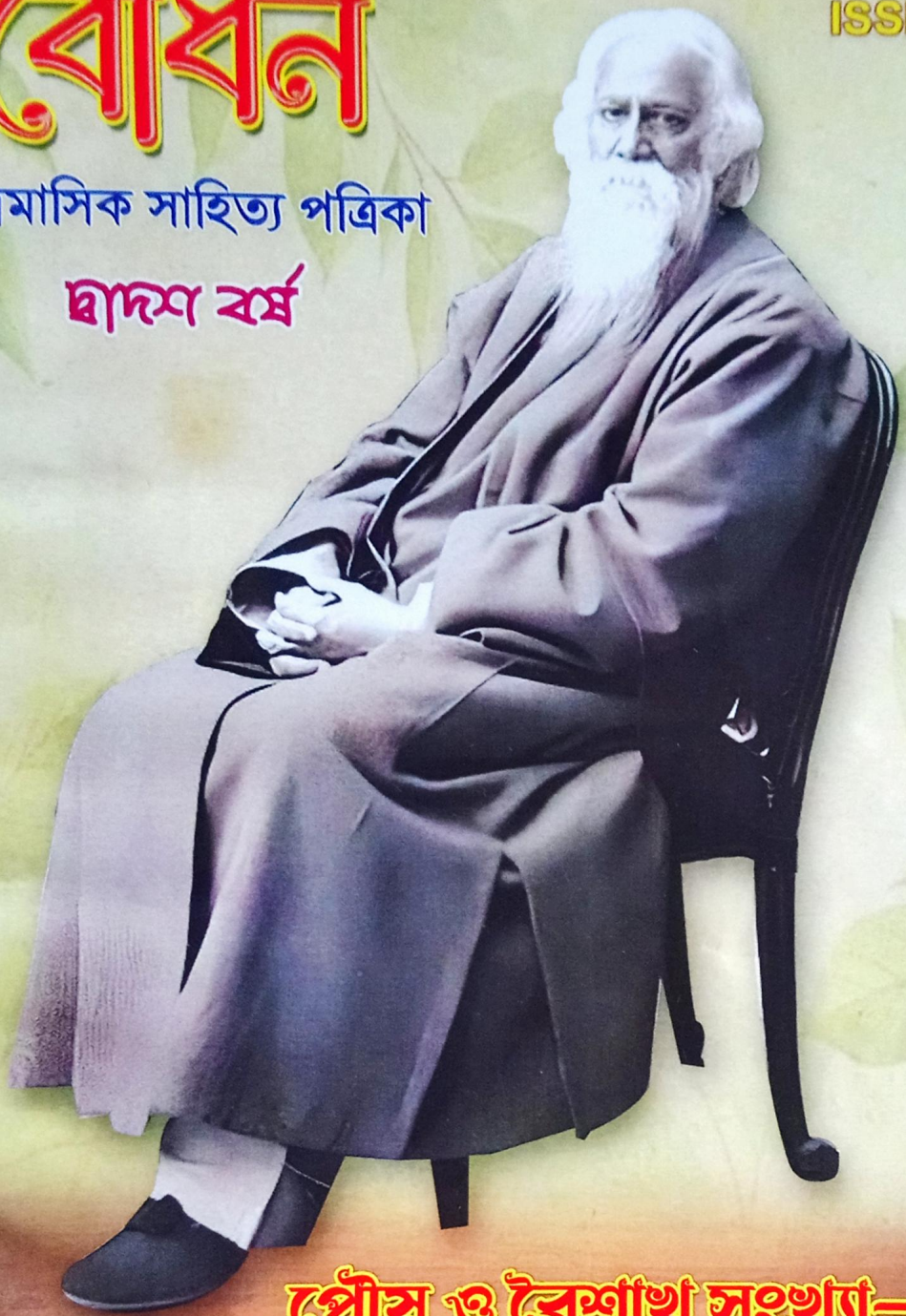

পৌষ ও বৈশাখ সংখ্যা—১৪৩০

বোধন

সুচিপত্র

পর্যালোচনা—চিঠিপত্র :

- ডঃ শশধর পুরকাইত
- ডঃ হরিপদ মাইতি
- অনন্ত ভট্টাচার্য

'বোধন' সাহিত্য পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সদস্যগণের নামের তালিকা

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ :

জন্ম সার্ধশত বর্ষে শ্রী অরবিন্দ	ড. হরিপদ মাইতি	১৭
রবি কবির বাল্যরচনা—বনফুল	সুকেতু কুমার মাইতি	২৫
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের রেডি ইনটিউশান	ভাস্কর পণ্ডিত	২৮
কেন রবীন্দ্রনাথ পড়বো?	অলক মণ্ডল	৩৩
হারায়ে খুঁজি—রাঢ় বাংলার কেষ্টযাত্রা	দীপক কুমার মাইতি	৩৫
রবীন্দ্রনাথের পল্লীভাবনা	গোপালচন্দ্র গায়েন	৩৭
আব্রাহাম লিঙ্কন	সুশান্ত কুমার মণ্ডল	৪১
সাগরের গৌরবমণ্ডিত মন্দির—ধসপাড়া কালী মন্দির	জগন্নাথ মাইতি	৪৩
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্প ও সাহিত্য সাধনা	পূর্বাশা মণ্ডল	৪৪
ভাষাতাত্ত্বিক মহাম্মদ সহিদুল্লাহ	জয়নাল আবেদিন	৪৭
কবি কুসুমকুমারী দাস	অ.কু.ম.	৪৯
চিরবিদায় নিলেন কাকদ্বীপের বড়দা—সন্তোষ কুমার বর্মন	চিত্তরঞ্জন দাস	৫৩
লুই পাস্তুর—একজন নির অহংকার দেশপ্রেমী	জয়দীপ সরকার	৫৫
ভ্রমণসাথি হোমিওপ্যাথি	আশিস কুমার ভুঞ্যা	৬০
আঁধার ঘেরা আলো (প্রাত্যহিকী বিভাগ)	অরুণ কিরণ বেরা	৬১

রম্যরচনা :

মাকে লেখা একটি পত্র	শ্রীপতি কুমার মণ্ডল	৬২
বর্তমান রাষ্ট্রের অপরূপ রূপ	অধ্যাপক শশধর পুরকাইত	৬৫

গ্রন্থ সমালোচনা :

সাথে যারা এসেছিল	নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়	৬৭

কবিতা :

হৃদয় উদ্যান	মানিকচন্দ্র পাহাড়ী	৬৮
শীতের বুড়ি	অনন্ত ভট্টাচার্য	৬৮

❋ জীবন মানে	শশাঙ্ক শেখর মাইতি	৬৯
❋ জগতের দূষণ	অতনু কুমার গায়েন	৬৯
❋ এস. ওয়াজেদ আলি তোমাকে ভুলবো না	জয়নাল আবেদিন	৭০
❋ কারা আঙ্গুল তুলছে	শিবপ্রসাদ পুরকায়স্থ	৭০
❋ স্বাধীনতার পৌনে শতক	রামচন্দ্র ধাড়া	৭১
❋ মদন মোহন	বাবলুচন্দ্র দাস	৭২
❋ শীতের ছড়া	অমলেন্দু বিকাশ দাস	৭২
❋ অন্তিমকালে চৈতন্য	দিলীপ কুমার বৈদ্য	৭৩
❋ স্বর্গ মর্ত্য	সুশান্ত কুমার বেজ	৭৩
❋ দেশী ও বেদিশী মুখোশ	সুশীল কুমার পাঁজা	৭৪
❋ তুমি কোথায়	বিভাস করণ	৭৪
❋ পরাজিত	ভীমচন্দ্র ঘোষ	৭৫
❋ সেই ছেলেটি	গুরুপদ জানা	৭৫
❋ একটু পরেই	স্বদেশরঞ্জন মাইতি	৭৫
❋ আমার মা	হিমাংশু শেখর মাইতি	৭৬
❋ বুক বাঁধবো আশায়	মনিরুল ইসলাম	৭৬
❋ অস্পৃশ্য	দত্তা রায়	৭৭
❋ ফিরে পাওয়ার আশায়	নিলীমা সৎপতি	৭৭
❋ অনুভব	মহম্মদ আলি খান	৭৭
❋ বোধন	সৌমিলি দাস	৭৭
গল্প :		
❋ উপেক্ষিতা	তাপস কুমার মাইতি	৭৮
❋ কথামালা	প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল	৮১
❋ না বলা কথা	বিভু নাগেশ্বর	৮৫
❋ নূতন জীবন	অবশেষ দাস	৯১
❋ পরিবর্তন	সুবোধ কুমার দাস	৯৩
❋ কমা	সুদীপ দাস	৯৫
টুকরো সংবাদ	সাগর রত্ন	৯৬

নতুন জীবন

অবশেষ দাস

গল্প

প্রাসাদের মতো ঝকঝকে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অনেকেই যাওয়া-আসা করে। ফুলের বাগান হাতে আঁকা ছবি। চোখ ফেরানো যায় না। ফলের বাগান। পুকুর ভর্তি মাছ। অন্নপূর্ণা যেন ঢেলে দিয়েছেন।

গা ভর্তি গহনা। সংসারে সুখ যেন ধরে না। বাড়ির বউ রূপা খুব সাবধানী। অতিথির যাতায়াত অপছন্দ। বাগানে গরু-ছাগল ঢোকার জো নেই। শ্বশুর-শাশুড়ি শুরুতেই তাড়িয়েছে। অন্দরের ধুলোবালি ঝেড়েই ফেলেছে। দুঃখের গল্প শোনার আশঙ্কায় সম্বন্ধ ও সম্পর্ক এড়িয়ে চলে। স্বামীকে নিজের দিকে কৌশলে টেনে রেখেছে। স্বামীর অবস্থা ভাষা শূন্য শিশুর মতো, বলা ভাল গৃহপালিত স্বামী।

রোজগারের সড়কপথ হলেও সংসারে তার কোনও মতামত পাত্তা পায় না। সোনা বাঁধানো সংসারে বউ-ই শেষ কথা। আদি ও অনন্ত।

এ সংসারে কারও প্রবেশাধিকার নেই। কোনও নোটিশ জারি না হলেও একে একে সকলের আসা বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু বউয়ের বাপের বাড়ির লোকজন নয়নের মণি। তাদের যাতায়াত বারোমাসে তের পার্বণের মতো অবারিত। এভাবেই চলছিল সোনার সংসার। রূপার একার সংসার। সংসারের আর কোনও কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখাটা তারা সময় অপচয় মনে করে।

খুব সাধারণ ঘরের মেয়ে। পয়সার মুখ আগে দেখেনি। কিন্তু পয়সার মুখ দেখে এখন আর কারও মুখ দেখতে চায় না। নিজের বৃত্তটুকু তার সর্বস্ব। বাড়ির পুরানো লোক দুটোকেও জায়গা দেয়নি। ছেলেটাও তেমনি নিহেড়ে মাছ। মুখে রা নেই।

রূপার পা জোড়া যেন মাটিতে পড়তে চায় না। কালবৈশাখী ঝড়ের মতো একদিন আকাশ থেকেই পড়তে হলো, সেই রূপাকে। সামান্য উপসর্গ নিয়ে নামকরা বেসরকারি হসপিটাল। ডক্টর বলেছেন, রূপার ব্লাড-ক্যান্সার। বড়জোর তিন মাস আয়ু।

হাল ছাড়েনি। ব্যাঙ্ককর্মী সলিল। স্ত্রীর জন্যে সবরকম ব্যবস্থা সে করেছে। জলের মতো টাকা খরচ করেছে। কোন্ আসার আলো ফোটেনি।

সময় যত এগিয়েছে, আলো তত কমে এসেছে। সোনার সংসারে নেমেছে ঘোর অমাবস্যা। মৃত্যু পথযাত্রী রূপার চোখে জল গড়িয়ে যাচ্ছে। সুখের ঘরে শোক জ্বলজ্বল করছে। সব বন্ধ রাখা ছিল। এ বাড়িতে কেউই ঢুকতে পারেনি। ঢুকতে দেওয়াও হয়নি। তবু রোগ ঠিক ঢুকে গেছে।

রূপার চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে। কেউ তাকে দেখতে আসছে না। দেখতে আসছে না, ঠিক তা নয়। এ বাড়িতে আসার পথ আগে থেকেই বন্ধ হয়ে আছে। স্বামী সলিলকে শয্যাশায়ী রূপা বলল—

সবাইকে আসতে দাও। কেউ যেন ফিরে না যায়। তোমার বাবা-মাকে বাড়িতে নিয়ে এসো। যে কদিন বাঁচব, একসাথে থাকব।

এখন একটা কাজের মেয়ে রাখা হয়েছে, এ বাড়িতে। শুধু রূপাকে দেখাশোনা করবার জন্য। সেই মেয়েটি পাপিয়া। পাড়ার সব খবর রাখে। পাড়ার লোকে বলছে, খুব অল্প বয়স্ক মেয়ে। জীবনের কিছুই তো দেখলো না। এইভাবে চলে যেতে দেখলে কষ্ট হয়। আবার অনেকে বলছে, ঈশ্বর তো অহংকার সহ্য করে না। অমন স্বার্থপর মেয়ে খুব একটা দেখা যায় না। আজকের অসুস্থ, তাই হয়তো মানসিকতা একটু বদলেছে। তা না হলে ধরাকে সরা জ্ঞান করত।

রূপার বাপের বাড়ির লোকজন খুব ভেঙে পড়েছে। অসুস্থ মেয়েটাকে নিয়ে লড়াই করবার আগেই যেন হেরে বসে আছে। এই বাড়ির ব্রাহ্মণ বেশ পণ্ডিত মানুষ। পাড়ার লোকজন অনেকেই বলছে, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এই ব্রাহ্মণ কিছুতেই রাজি নন। তিনি

বললেন, এই দুরারোগ্য ব্যাধি সমাজে নতুন কিছু নয়। সব এলাকাতেই বহু মানুষ ক্যান্সার আক্রান্ত। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। শেষ বললেই সবকিছু শেষ হয়ে যায় না। বরং এই কঠিন অবস্থা থেকে কিভাবে নতুন করে জীবন শুরু করা যায়, সেটাই দেখতে হবে।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে বাড়ির সবাই যেন আশার আলো দেখে। রূপার বাড়ির লোক এই সান্ত্বনাটুকু হিমালয় ভেবে আঁকড়ে ধরে।

ব্রাহ্মণ বললেন, সবাইকে আরো জোর ধরতে হবে। সবাই শক্ত হলে তবে তো বউমা মনে বল পাবে। জীবন কখনো ফুরিয়ে যাবার নয়। বরং সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হবে। গৃহস্থ বাড়ির দরজা-জানলা না রাখলে আলো-বাতাস প্রবেশ করবে কিভাবে। নিজেরাই বা ঢুকবে কোথা দিয়ে যদি ঘরের দরজা না থাকে। কিন্তু সেই দরজা দিয়ে কখনো কখনো অসৎ কেউ ঢুকে পড়তেই পারে, তাই বলে ঘরের দরজা না রাখলে হবে কেমন করে। ঘরের জানলা দিয়ে আমরা জানি আলো বাতাস আসে, আর সেজন্যই তো জানলা ছাড়া ঘর হয় না। কিন্তু ধুলোবালি দুর্গন্ধ সবই জানলা দিয়ে আসে।

ঠিক তেমনি জীবনের দরজা-জানলা সবই আছে, কখনও কখনও উল্টোটা ঘটে যায়। শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হবে, সমাধান নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। শোক বড়ে ছোঁয়াচে জিনিস। সলিলের বাড়ির এই বিষয়টি নিয়ে সবাই কেমন সমব্যথী হয়ে উঠেছে। গোটা পাড়ার চোখে বিন্দু বিন্দু করুণা জমে আছে। বিগলিত শোকের ছায়া এই বাড়ির সর্বত্র একে একে ছড়িয়ে পড়ছে। দক্ষিণের জানালার ঠিক পাশে রাস্তা পেরিয়ে বকুল গাছের ছায়া এসে পড়েছে। ছোট্ট বাগানে অজস্র জবা ফুল ফুটেছে। জবা গাছের পাতার ভিতরে কটা টুনটুনি বাসা করে আছে। তারা ফাঁকে ফাঁকে বেশ কথা বলে। তারাও ক'দিন যেন আশ্চর্য রকম চুপচাপ। টুনটুনিরাও বুঝি, সব জানতে পেরেছে। নাকি তারা সংসার নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে!

রোববার ছুটির দিন। সারা পাড়া দুপুরের বিশ্রাম ছেড়ে একে একে স্বাভাবিক হচ্ছে। পাখির শেষ বেলার ডাক শোনা যাচ্ছে। পাড়াতে একটা পুরানো ফেরিওয়ালা এসেছে। এই বাড়ির দরজার সামনে কখনও দাঁড়ায় না। সেও জানে, এই বাড়িটা মিশুকে নয়। এদের দরজায় কেউ আসে না। এ বাড়ির অসুস্থ বউ রূপা ঘরের ভেতর শুয়ে আছে। শুনতে পাচ্ছে, ফেরিওয়ালার ডাক।

হঠাৎ সে বলল, ফেরিওয়ালার ডাকটা শুনে মনটা কেমন কেমন করছে। আজ একটু দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াব। বাইরের লোকজনগুলো দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে একটু আলতা-সিঁদুর কিনব। পাড়ার বউদের সঙ্গে একটু কথা বলব।

বাড়ির লোকজন আশ্চর্য হয়ে যায়। রূপা তো কখনো এইভাবে যেখানে সেখানে কেনাকাটা করে না। নিজের মধ্যে থাকতে ভালবাসে। স্বামীর হাত ধরে দু-তিনটি গেট পেরিয়ে একেবারে বাইরের দরজার সামনে এসে সে দাঁড়ায়। ততক্ষণে ফেরিওয়ালা অন্যপাড়ায় চলে গেছে। লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনা হয়। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। আবার, কেমন একটা তৃপ্তির ছায়া।

ফেরিওয়ালা বললেন, আশ্চর্য, এই বাড়িতে তো সবসময় দরজা বন্ধ থাকে। পাড়ার লোকের মুখে শুনেছি, এই বাড়ির দিদিমণি খুব অসুস্থ। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, দিদিমণি আগে অসুস্থ ছিলেন। এখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন।

রূপা হাসিমুখে বলল, ফেরিওয়ালা ঠিক কথা বলেছেন। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। মাটিকে চিনতে পারিনি। তাই মাটি আমাকে এত টানছে। হিড়হিড় করে টানছে।

এক জোড়া শালিক তখন আপন মনে খোলা ছাদের ওপর পাশাপাশি হাঁটছে। তারা জানে না, মানুষের জীবনের রঙ কত তাড়াতাড়ি বদলায়। তারা কোথাও একটু অনিশ্চিত মনে হলেই হুস করে উড়ে যায়, দূরে কোথাও। আবার, সাধ হলে ডানা মেলে তারা ফিরেও আসে।

❋ ❋ ❋

BODHAN ● Quarterly Bengali Magazine
February-2023—May-2023 ● Vol.-27 ● Rs.-50/-

কাকদ্বীপ মহকুমায়
অদ্বিতীয়

A.R.JEWELLERS

এ.আর জুয়েলার্স

मानकः पथप्रदर्शकः
Bureau of Indian Standards

কাকদ্বীপ বাজার, দঃ ২৪ পরগণা
মোঃ-9647455325
ফোন-03210-257298

☞ আমাদের সমস্ত গহনাই হলমার্ক যুক্ত।
☞ আমাদের সোনায় কোন খাদ বাদ নেই।
☞ পুরানো গহনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত অলঙ্কার কিনুন।

Printed, Published & Edited by : **Manik Chandra Pahari**, Vill. & P.O.-Mahendraganj, Dist.-South 24 Parganas,
Email : bodhanpatrika2000@gmail.com ● Visit us : Facebook.com/bodhanpatrika
& Printed at **Sriguru Printers**, Chhayergheri (Manasadwip), Sagar, South 24 Parganas, W.B.